এসো সুন্দর জীবন গড়ি

চতুর্থ খণ্ড

প্রফেসর ড. ইউসুফ এম ইসলাম

অনুবাদ
নাজিয়া নিশাত

সহযোগিতায়
আহমেদ শামসুল ইসলাম
মো. নজরুল ইসলাম
আলিজা ইসলাম

সম্পাদনায়
নীলুফার ইয়াসমীন

APL
Academia Publishing House Ltd

Academia Publishing House Ltd

এসো সুন্দর জীবন গড়ি (চতুর্থ খণ্ড)

প্রফেসর ড. ইউসুফ এম ইসলাম

গ্রন্থস্বত্ব ©
এপিএল ২০২৪

প্রকাশক
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০২৪

প্রচ্ছদ
আব্দুল্লাহ আল মারূফ

Contacts
Academia Publisheing House Ltd. (APL)
253/254, Concord Emporium Shopping Complex
Kataban, Elephant Road, Dhaka-1205, Bangladesh

ISBN
978-984-35-5720-9

সূচি

অগ্রগতির প্রতিবেদন ০৫

ভূমিকা ০৭

প্রথম অধ্যায়
আল্লাহর গুণাবলি ০৮

দ্বিতীয় অধ্যায়
আমরা কি আল্লাহকে খুঁজছি? ১০

তৃতীয় অধ্যায়
আল্লাহ কি আমাদের সাথে কথা বলেন? ১২

চতুর্থ অধ্যায়
আল্লাহকে স্মরণ করা ১৪

পঞ্চম অধ্যায়
সকল কৃতিত্ব কার? ১৬

ষষ্ঠ অধ্যায়
আল্লাহর মতো কি আর কেউ আছে? ১৮

সপ্তম অধ্যায়
আল্লাহ সম্পর্কে চেতনা ২০

অষ্টম অধ্যায়
আল্লাহকে আহ্বান করা ২২

নবম অধ্যায়
আমার পোশাক আমার ভাবমূর্তি ২৪

দশম অধ্যায়
বিজ্ঞাপন ও মিডিয়ায় স্ত্রীলোক ২৬

একাদশ অধ্যায়
আল্লাহ কি প্রশংসা ও স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য? ২৮

দ্বাদশ অধ্যায়
তুমি কতটা সফল হতে চাও? ৩০

ত্রয়োদশ অধ্যায়
আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.) ৩২

চতুর্দশ অধ্যায়
ইমাম আবু হানিফা ৩৪

পঞ্চদশ অধ্যায়
পার্থিব জীবনে মুসলমানদের অবদান ৩৬

ষষ্ঠদশ অধ্যায়
কুরআনের দিকনির্দেশনা অনুসন্ধান ও প্রয়োগ ৩৮

অগ্রগতির প্রতিবেদন

অধ্যায়	নম্বর	অধ্যায়	প্রাপ্ত নম্বর	তারিখ	শ্রেণিশিক্ষকের স্বাক্ষর
১	১৯+৯				
২	২১+২				
৩	৪৪				
৪	১৭+৮				
৫	২৪+৬				
৬	৩১+১০				
৭	২৩+১৭				
৮	২৪+৬				
৯	২৮+১০				
১০	২৫+১৫				
১১	৫+১২				
১২	১৫+১২				
১৩	১৩+১৫				
১৪	২৩+১২				
১৫	১০				
১৬	১৪+১৬				

অভিভাবকের স্বাক্ষর

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

ভূমিকা

‘এসো সুন্দর জীবন গড়ি’ বইটি চারটি খণ্ডে শিশু-শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে রচিত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে ১৬টি করে অধ্যায় রয়েছে, যা থেকে প্রতি স্কুলকোয়ার্টার-এ চারটি অধ্যায় পড়ানো সম্ভব। সপ্তাহে ৪০ মিনিটের ক্লাস হবে একটি অধ্যায়ের ওপর। শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসে বাড়ির কাজ-এর সঠিক উত্তরসমূহ নিয়ে আলোচনা করবেন। এরপর শিক্ষক ১০ মিনিটের একটি পরীক্ষা নিবেন। শিক্ষকের আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা নিজেদের কাজ নিজেরাই যাচাই করবে। প্রথম ১৫ মিনিট শিক্ষার্থীরা জোড়ায় জোড়ায় বসে একে অপরের বাড়ির কাজ যাচাই করবে। প্রতি স্কুল কোয়ার্টার-এ আটটি ক্লাস প্রয়োজন। সপ্তাহের প্রত্যেক ক্লাসে একটি অধ্যায় পড়ানোর পর পরবর্তী সপ্তাহের ক্লাসে পরীক্ষা নেওয়া এবং বাড়ির কাজ যাচাই করা হবে। শিক্ষক প্রতি পরীক্ষার প্রশ্ন এবং মডেল উত্তর তৈরি করবেন। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ১ নম্বর করে নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষার্থীকে বুঝতে হবে কেন তারা প্রত্যাশিত নম্বর লাভ করতে পারলো না। শিক্ষক ক্লাসরুম ঘুরে ঘুরে যেকোনো ছাত্র-ছাত্রীর খাতা পরীক্ষা করে কোন জায়গায় সে নম্বর কম পাচ্ছে তা বুঝিয়ে দিবেন। শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থীদের ধারণা পরিষ্কার করে দেওয়া।

এই বইয়ের পাঠ্যবিষয় এমনভাবে তৈরি, যাতে ছোটরা জীবনটাকে আল্লাহর অনবদ্য সৃষ্টি এবং ইসলামকে ঐ জীবনের বিধিবিধান হিসেবে বুঝতে ও আপন করে নিতে পারে। শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে ছোটদের প্রশ্ন করতে এবং এর মাধ্যমে চিন্তা করতে উৎসাহিত করা। শিক্ষার্থীরা যাতে সঠিক উপসংহারে পৌঁছতে পারে এবং সঠিক যুক্তিতে উপনীত হয় সেজন্য শিক্ষকের সাহায্য প্রয়োজন। শিক্ষক কখনই তাৎক্ষণিক সমাধান দিয়ে দিবেন না। শিক্ষার্থীরা আগে সমাধানের চেষ্টা করার পর শিক্ষক উত্তর দিতে পারেন। যে অধ্যায় পড়ানো হবে শিক্ষক সেই অধ্যায়ের প্রস্তুতি পূর্বেই নিয়ে রাখবেন। আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুসমূহ আগেই লিখে রাখতে পারেন। শিক্ষক নিজেকে প্রস্তুত রাখবেন, যাতে দৈনন্দিন জীবনের সাথে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে এবং শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যবিষয় আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। শিক্ষক সঠিক উত্তরের রূপক উদাহরণ ব্যবহার করে উপস্থাপন করবেন, যাতে ছোটরা চিন্তা করতে শিখে।

প্রতি অধ্যায়ে বিষয়, কাজ, ক্লাসের আলোচনা, প্রশ্ন, বাড়ির কাজ থাকবে। শিক্ষক পাঠ্যবিষয় আলোচনার মাধ্যমে ক্লাস শুরু করবেন। আলোচনাটি এভাবে প্রশ্ন দিয়ে শুরু হতে পারে – এই পাঠ্যবিষয়টিতে কী বোঝানো হয়েছে? ছোটরা আলোচনা করার পর তাদের প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে। প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং কাজগুলো সম্পন্ন করার পর খাতাগুলো শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাহায্যে যাচাই করে নিজেরাই মূল্যায়ন করবে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের নম্বর দেওয়ার আগে শিক্ষক প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর এবং কাজ সম্পর্কে আলোচনা করবেন। শিক্ষক নম্বরগুলো বইয়ের শুরুতে দেওয়া অগ্রগতির প্রতিবেদনে যোগ করে লিখবেন এবং তারিখসহ স্বাক্ষর দিবেন। পরবর্তী ক্লাসের শুরুতে বাড়ির কাজগুলো একই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের দ্বারা যাচাই করাবেন।

বইটি লিখতে যেয়ে আমি যে আনন্দ পেয়েছি আশা করি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরাও সেরকম আনন্দ অনুভব করবেন। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথে চলার ক্ষমতা দান করুন।

ইউসুফ মাহবুবুল ইসলাম
ঢাকা, জানুয়ারি ২০২৪

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহর গুণাবলি

(নম্বর)

ক্লাসে আলোচনা» যখন আল্লাহর নাম বলা হয় তখন তাঁর কোনো গুণের নাম কি তোমার মনে আসে? সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহর কী কী গুণ আছে বলে তুমি মনে করো?

কাজ: পাশের পৃষ্ঠায় দেওয়া আয়াতগুলো পড় এবং সৃষ্টিকর্তাকে কী নামে ডাকবে তা খুঁজে নাও: (৪)

➡ইয়া আল্লাহ ➡ইয়া রাহমান ➡ ইয়া আজিজ ➡ ইয়া হাকিম

নিচে দেওয়া আল্লাহর নাম পাশে দেওয়া অর্থের সাথে মিলাও: (৩)

আর-রাহমান	সর্বশক্তিমান, সকল ক্ষমতার অধিকারী, যার হাতে সকল ক্ষমতা
আল-আজিজ	জ্ঞানী, একজন যার কাজের ভেতর জ্ঞানের ছাপ থাকে, যার সকল বিষয়ে জ্ঞান আছে।
আল-হাকিম	দয়াময়, সহানুভূতিশীল, যিনি সকলকে আশীর্বাদ এবং সাফল্য দেন।

আল্লাহর নামসমূহ তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে আমাদের ধারণা দেয়। সূরা আলে ইমরান-এর আয়াত ১৮-তে 'আল-আজিজ' ও 'আল-হাকিম' নামের উল্লেখ রয়েছে নিচের বিবরণকে ব্যাখ্যা করার জন্য। 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই'– আল্লাহ ছাড়া কিছুই নেই, সকল অস্তিত্ব তাঁর অধীনে, তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও উৎস। তাঁর হাতেই সকল ক্ষমতা। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করতে পারেন এবং তিনি এ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। আয়াতুল কুরসি, সূরা ২-এর ২৫৫ নং আয়াতে আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

> আল্লাহ! তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি তাঁর অস্তিত্বের মালিক, চিরঞ্জীব এবং সকলের অবলম্বন। কোনো তন্দ্রা বা ঘুম তাঁকে স্পর্শ করে না। পৃথিবী ও স্বর্গের সমস্ত কিছুই তাঁর। কে আছে যে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করে? আল্লাহ জানেন বর্তমানে কী ঘটছে এবং ভবিষ্যতে কী ঘটবে। তাঁর জ্ঞানের পরিধির বাইরে কেউ যেতে পারবে না। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও পৃথিবীজুড়ে প্রসারিত। এসব কিছুর অভিভাবকত্ব এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে তাঁর কোনো অবসাদ নেই; কারণ তিনি তাঁর মহিমায় সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ। *[সূরা, ২: আল বাকারা, আয়াত: ২৫৫]*

চারটি বৈশিষ্ট্যসহ আয়াতে উপমার ব্যবহার দ্বারা আল্লাহকে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিচে দেওয়া আয়াতের বাণীর সাথে ব্যাখ্যাগুলো মিলাও। (১২)

আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই	তিনি সকল মর্যাদার ঊর্ধ্বে এবং পৃথিবী ও যাবতীয় সব বস্তুর উপরে
তিনি চিরঞ্জীব	তাঁর কোনো অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা নেই, বরং তিনি সাহায্য করেন প্রতি মুহূর্তে এবং সকল বিষয়ে
তিনি নিজের অস্তিত্বের মালিক এবং সহায়ক	তাঁর নিদ্রার প্রয়োজন নেই এবং তিনি সব কিছু জানেন
কোনো তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না	প্রত্যেক মুহূর্ত, প্রত্যেক অস্তিত্ব সবকিছুই তাঁর অধীন
পৃথিবী এবং স্বর্গের সমস্ত কিছুই তাঁর	তাঁর জ্ঞান সময়ের ঊর্ধ্বে, তিনি সব জানেন
কে আছে যে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করে?	তাঁর মহত্ত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে
যা তাদের হাতের নাগালের মধ্যে (বর্তমান) এবং যা তাদের পেছনে (ভবিষ্যৎ)	আমরা তাই জানতে পারি, যা আল্লাহ জানার অনুমতি দেন
তাঁর ইচ্ছা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো অংশ	তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না
তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত।	আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো ক্ষমতা নেই
সব কিছুর অভিভাবকত্ব এবং রক্ষণাবেক্ষণে তাঁর কোনো অবসাদ নেই	পৃথিবী ও জান্নাতের মালিক
তিনি সর্বোচ্চ	তিনি সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশোনা করতে ক্লান্ত হন না
তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ	তিনি অনন্ত, তাঁর কোনো শুরু এবং শেষ নেই

বাড়ির কাজ» আল্লাহর গুণাবলি তাঁর জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত যথা: সর্বজ্ঞানী (২:১২৯), সবকিছু শ্রবণকারী (৩: ৩৮), তাঁর ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ, যথা: সর্বশক্তিমান (১৬: ৭০), রক্ষাকারী (১২: ৬৪), তাঁর গুণাবলি, যথা: সকল প্রশংসার অধিকারী (২২: ৬৪), মহান (৮২: ৬) ইত্যাদি। এই তিনটি গুণ সম্পর্কে বর্ণনা করে আলাদা অনুচ্ছেদ লেখ। অনুচ্ছেদে অন্তত দুইটি বৈশিষ্ট্যের আরবি নাম ও বঙ্গানুবাদ কুরআনের আয়াত ও সূরার নাম উল্লেখ করো। (৯)

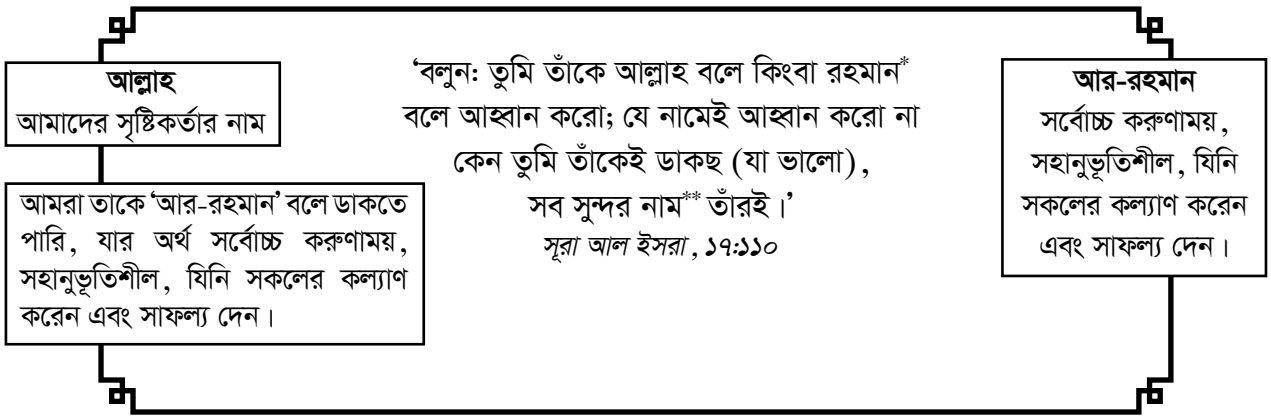

চিত্র: ৪:১:১ আল্লাহর বৈশিষ্ট্যসমূহ তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে আমাদের অবগত করে।

* **'রহমান** আল্লাহর একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে যা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ, যা একজন পাপীর কাছেও আসে। এর প্রয়োজন সম্পর্কে জানার আগেই তাঁর রক্ষাকারী অনুগ্রহ বান্দাকে পাপ থেকে রক্ষা করে। আল্লাহকে তাঁর সাধারণ নামেও ডাকা যায়, যার মধ্যে তাঁর সকল গুণ বা বৈশিষ্ট্য নিহিত অথবা তাঁর যেকোনো একটি নাম, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের সীমিত জ্ঞানে তাঁর বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি...'

** 'আল্লাহর অনেক সুন্দর নাম রয়েছে, তিরমিযির নির্ভরযোগ্য কিছু হাদিসে ৯৯টি নামের উল্লেখ রয়েছে...'

চিত্র: ৪:১:২ মাওলানা ইউসুফ আলীর অনুবাদ থেকে সংগৃহীত ব্যাখ্যা।

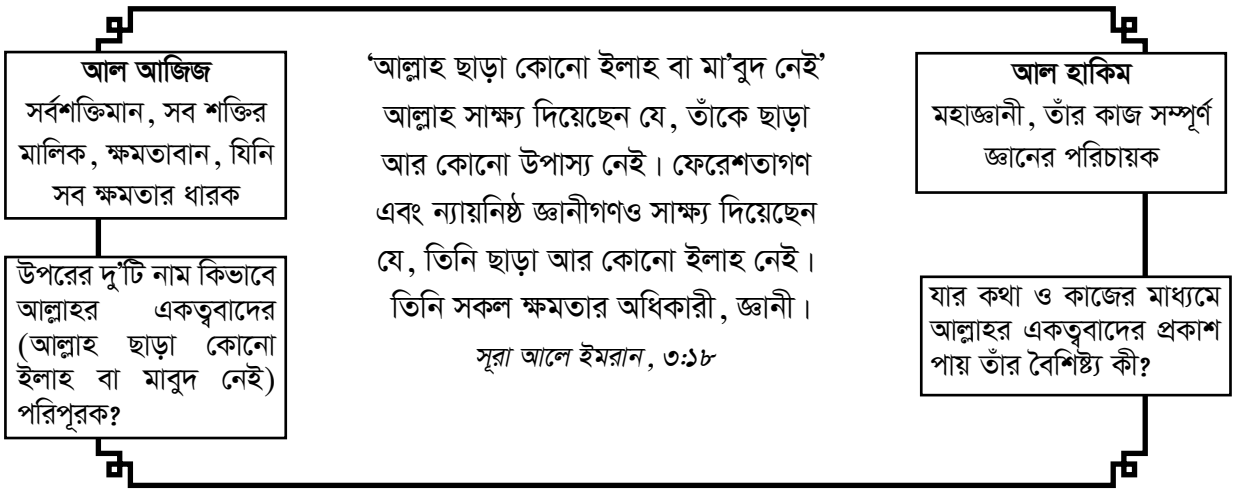

চিত্র: ৪:১:৩ আয়াতটি আল্লাহর দু'টি গুণ *আল-আজিজ* এবং *আল-হাকিম* দিয়ে শেষ হয়েছে।